সমকাল

12 MAR 2025

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর কথা ভাবছে অন্তর্বর্তী সরকার

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী

- অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভঙ্গুর। এলডিসি থেকে উত্তরণ পুনর্বিবেচনা করতে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে

সমকাল প্রতিবেদক

আগামী ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের কথা রয়েছে বাংলাদেশের। বিষয়টি আরও পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে চিন্তা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। এমনটি জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার নবনিযুক্ত বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে এক সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ কথা বলেন।

আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণে আবেদন করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের বৈদেশিকনির্ভরতা বেড়ে গেছে ২০১০ সাল থেকে। কমে গেছে অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস। ৭ শতাংশের নিচে নেমে গেছে কর-জিডিপির হার। যদি আরও ঋণ নিতে হয়, আরও চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হবে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন, তাছাড়া আমাদের অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভঙ্গুর, গাজার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ জন্য এলডিসি থেকে উত্তরণ পুনর্বিবেচনা করতে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়ার নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পুনর্বিবেচনার পর উত্তরণ পিছিয়ে দিতে জাতিসংঘে আবেদন করা হতে পারে। এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা হয়তো সেদিকেই যাব। আবেদনের সঙ্গে যথাযথ কারণ ও কী করব, সে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে। একটি বিশ্বাসযোগ্য রোডম্যাপ দিতে হবে। সেটার কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।

এলডিসি থেকে উত্তরণের সব সূচকের অবস্থাই কি ত্রুটিপূর্ণ ছিল– এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'মনে করুন সব সঠিক; কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি কী? আমরা যে বাজার সুবিধাটা পাই, তার ৮৫ শতাংশই হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে। এখানে আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে। ২০১৮ সাল থেকে বলছি, এলডিসি থেকে বের হব। সাত বছরেও একটা খাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমলো না কেন?'

এলডিসি থেকে উত্তরণ স্থগিত থাকবে কিনা– জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী বলেন, এখনও সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। ব্যবসায়ী ও পোশাক শিল্পের মালিকদের সঙ্গে বসতে হবে। এখনই তা বলতে পারব না। বাংলাদেশ চাইলেই কি তা স্থগিত করতে পারবে– এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'এটা পুরোপুরি বাংলাদেশের হাতে নয়। তবে আমরা পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারি। এটা আমাদের অধিকার।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, দেশে গাজার মতো অবস্থা চলছে। সব খাতেই দুর্নীতি হয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতি ও ভঙ্গুর অবস্থা আমরা এর আগে কোনো দেশে দেখিনি। আমাদের জিডিপির গ্রোথে প্রভাব না পড়লেও অন্যান্য খাতে ভঙ্গুর অবস্থা। এখানে লুকোচুরির কোনো বিষয় নেই। এ সময় দায়িত্ব পেয়ে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে তিনি কাজ করতে চান।

তিনি বলেন, উন্নতির মধ্যে শুধু আমাদের প্রত্যেকের আয় বেড়েছে। আমরা মধ্যম আয়ে চলে গেছি। সে অনুযায়ী আমাদের রাজস্ব বাড়ার কথা ছিল; কিন্তু সেগুলো গেল কোথায়? তাই মানুষকে কর দিতে উৎসাহিত করতে হবে। বিনিয়োগ মন্দা ও কর্মসংস্থান না বাড়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভঙ্গুর। গাজার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ থেকে বুঝে নেবেন আপনারা দেশের অবস্থা কেমন। এ মুহূর্তে কি গাজায় কেউ বিনিয়োগ করবে?

বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতির সবই যে পরস্পর সম্পর্কিত, সে কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আপনি একটা সরকারকে বলছেন ইন্টেরিম। এই শব্দটাই তো বিনিয়োগের জন্য অসুবিধাজনক। একজন বিনিয়োগকারী চিন্তা করবে, এসব অন্তর্বর্তীর পলিসির কী স্থায়িত্ব থাকবে? বিনিয়োগ করতে তারা ভাববে। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির একটা সম্পর্ক আছে।' তাহলে এ সরকারের নাম কী হওয়া উচিত– জানতে চাইলেও সে বিষয়ে কিছু বলতে চাননি তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের (এফআইডি) সচিব নাজমা মোবারেক, অর্থ বিভাগের দুই অতিরিক্ত সচিব মুনশি আবদুল আহাদ ও মোহাম্মদ আবু ইউছুফ উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

সমকাল

12 MAR 2025

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার

পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে এগিয়ে বাংলাদেশ

সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাকের একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে বড় ধরনের আশাবাদ তৈরি হয়েছে। নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে রপ্তানি বেড়েছে গত বছরের একই মাসের চেয়ে ৪৬ শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ৮০ কোটি ডলারের পোশাক, যা আগের একই সময়ে ছিল ৫৫ কোটি ডলারের কিছু কম। অর্থাৎ রপ্তানি বেড়েছে ২৫ কোটি ডলার বা ৩ হাজার কোটি টাকা।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতেই প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবেচেয়ে বেশি। যদিও পরিমাণের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি চীন এবং ভিয়েতনামের অর্ধেকেরও কম।

অটেক্সার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৪ শতাংশ। আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে ২০ শতাংশের মতো। বাংলাদেশের পর সবচেয়ে বেশি হারে রপ্তানি বেড়েছে ইন্দোনেশিয়ার। দেশটির রপ্তানি প্রায় ৪২ শতাংশ বেড়েছে। এ প্রবৃদ্ধি ভারতের প্রায় ৩৪ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ৩০ শতাংশ ও পাকিস্তানের ১৮ শতাংশ।

জানুয়ারি মাসে সারাবিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি বেড়েছে ১৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ। মোট ৭২০ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের পোশাক গেছে দেশটিতে, যা গত বছরের একই মাসে ছিল ৬০৩ কোটি ডলার।

প্রথম আলো

12 MAR 2025

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি ৪৬% বাড়ল

অটেক্সার প্রতিবেদন

বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির হার চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতসহ পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অনেক দিন পর পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াল বাংলাদেশ। গত জানুয়ারিতে এই বাজারে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এই রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। প্রবৃদ্ধির এই হার চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা গত জানুয়ারিতে ৭২০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের জানুয়ারিতে তারা আমদানি করেছিল ৬০৩ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে সাড়ে ১৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এই বাজারে গত বছরের শেষের দিক থেকে তৈরি পোশাকের রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। যদিও শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালে বড় প্রবৃদ্ধি হয়নি। সব মিলিয়ে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ওই বছর রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে ৭২৯ কোটি ডলারে নেমেছিল।

> **চীনের ওপর শুল্ক বাড়ানোর পর মার্কিন ক্রেতারা বাংলাদেশের কারখানার খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছে। আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে সেটির প্রতিফলন রপ্তানিতে দেখা যাবে।**
>
> **ফজলুল হক**, সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেন। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে নতুন করে আশাবাদী হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাংলাদেশের বাড়তি ক্রয়াদেশ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

উদ্যোক্তারা আরও বলছেন, শুল্ক আরোপের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছিল। তার কারণে দেশটির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পর নতুন নতুন মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি কারখানার সঙ্গে ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা করছে। কিছু কিছু ক্রয়াদেশও আসছে।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৬০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে চীন। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনাম ১৪৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন বরাবরই শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ। চতুর্থ শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে ভারত। গত জানুয়ারিতে ভারত ৪৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানিকারক ইন্দোনেশিয়া গত জানুয়ারিতে ৪২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪১ দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজার ভালো হচ্ছে, সে কারণে গত জানুয়ারিতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে। চীনের ওপর শুল্ক বাড়ানোর পর মার্কিন ক্রেতারা বাংলাদেশের কারখানার খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বাড়তি ক্রয়াদেশ আসছে। আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে সেটির প্রতিফলন রপ্তানিতে দেখা যাবে।

প্রথম আলো

12 MAR 2025

সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি কম, আমদানি বেশি

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সার্কভুক্ত দেশগুলো তাদের মোট বাণিজ্যের ৫ শতাংশ নিজেদের মধ্যে করে থাকে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ ১৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোয় বাংলাদেশ যে পরিমাণ রপ্তানি করে তার প্রায় ৯০ শতাংশ ভারতে।

অর্থ বাণিজ্য ডেস্ক

দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার আন্তবাণিজ্য পৃথিবীর আঞ্চলিক জোটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। নানা রাজনৈতিক জটিলতার কারণে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পারস্পরিক বাণিজ্য প্রত্যাশিত হারে বাড়ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এক অর্থবছরে যত পণ্য রপ্তানি করে তার মাত্র ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ সার্কভুক্ত দেশগুলোতে।

সার্কভুক্ত দেশে যেমন বাংলাদেশের রপ্তানি কম, তেমনি এই দেশগুলো থেকে আমদানিও কম। বাংলাদেশের মোট আমদানি পণ্যের ১৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ করে সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে আসে। আবার এ আমদানিও ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে কমছে।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে সার্কভুক্ত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি, প্রবাসী আয় ও বিদেশি বিনিয়োগের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ ১৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। একই সময়ে এসব দেশ থেকে আমদানি করেছে ৯৭৬ কোটি ২৫ লাখ ডলারের পণ্য। সামগ্রিকভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলো তাদের মোট বাণিজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ নিজেদের মধ্যে করে থাকে। এ হার পৃথিবীর আঞ্চলিক জোটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। সে জন্য বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম সংযুক্ত অঞ্চল।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ব্যবসা ভারতের সঙ্গে। সার্কভুক্ত দেশগুলোয় বাংলাদেশ যে পরিমাণ রপ্তানি করে তার প্রায় ৯০ শতাংশ ভারতে। একইভাবে এসব দেশ থেকে বাংলাদেশ যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করে তার ৯২ দশমিক ১৯ শতাংশ আসে ভারত থেকে। সর্বশেষ গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছে প্রায় ১৫৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। এরপর পাকিস্তানে রপ্তানি করেছে ৬ কোটি ২১ লাখ ডলারের পণ্য। শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি ডলারের পণ্য। আর নেপালে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ডলার; আফগানিস্তানে ১ কোটি ৪২ লাখ ডলার; ভুটানে প্রায় ৯১ লাখ ডলার ও মালদ্বীপে প্রায় ৪১ ডলারের পণ্য রপ্তানি করে।

বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোতে যেসব পণ্য রপ্তানি করে তার মধ্যে ভারতে বস্ত্র, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তেল, কাঁচা চামড়া, প্লাস্টিক ও রাবার, জুতা, খনিজ, যন্ত্রাংশ; পাকিস্তানে বস্ত্র, রাসায়নিক, প্লাস্টিক, রাবার, মৌল ধাতু, জুতা; শ্রীলঙ্কায় রাসায়নিক ও শিল্পপণ্য, মণ্ড, প্লাস্টিক ও রাবার, জুতা, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ; আফগানিস্তানে রাসায়নিক, বস্ত্র, প্রস্তুতকৃত খাদ্য, স্পিরিট, ভিনেগার ইত্যাদি; ভুটানে প্রস্তুতকৃত খাদ্য, ভিনেগার, তামাক, খনিজ, প্লাস্টিক; নেপালে প্রস্তুতকৃত খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, রাসায়নিক ও সহায়ক শিল্পপণ্য, প্লাস্টিক, রাবার, খনিজ ও অন্যান্য পণ্য এবং মালদ্বীপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য, পানীয়, স্পিরিট, সবজি, বস্ত্র ও সহায়ক পণ্য রপ্তানি হয়।

আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করেছে ৯০০ কোটি ডলারের পণ্য। এ ছাড়া ভুটান থেকে প্রায় ৪ কোটি ডলার; আফগানিস্তান থেকে ১ কোটি ১৯ লাখ ডলার; পাকিস্তান থেকে প্রায় ৬৩ কোটি ডলার; নেপাল থেকে ৪২ লাখ ৩০ হাজার ডলার; মালদ্বীপ থেকে প্রায় ৩৫ লাখ ডলার ও শ্রীলঙ্কা থেকে ৭ কোটি ৫৯ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে।

প্রবাসী আয় ও এফডিআই

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় বাংলাদেশি শ্রমিকেরা তেমন একটা যান না। ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আসে, তার ১ শতাংশেরও কম আসে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে ৮ কোটি ২৯ লাখ ডলার এসেছে সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসে মালদ্বীপ থেকে। সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে যে পরিমাণ প্রবাসী আয় আসে তার প্রায় ৬৯ শতাংশ আসে এই দ্বীপ দেশটি থেকে। ভারত থেকে আসে প্রায় ২৩ শতাংশ।

একইভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে যে পরিমাণ এফডিআই বা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে, তার মাত্র ১৬ দশমিক ২ শতাংশ এসেছে সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে। উল্লেখিত অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট প্রায় ১৪৭ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ এসেছিল। এর মধ্যে সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে এসেছে প্রায় ২৪ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য করা গেলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়বে। তবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য থাকলেও তাদের বাণিজ্যনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এত ভিন্নতা আছে যে সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কালবেলা

1 2 MAR 2025

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৪৬%

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

অনেক দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াল বাংলাদেশ। গত জানুয়ারিতে এ বাজারে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এ রপ্তানি গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় ৪৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। প্রবৃদ্ধির এ হার চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারতসহ শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে গত জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা ৭২০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের জানুয়ারিতে তারা আমদানি করেছিল ৬০৩ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে সাড়ে ১৯ শতাংশ। বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এ বাজারে গত বছর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশ। ২০২৪ সাল শেষে বড় প্রবৃদ্ধি না হলেও ইতিবাচক ধারায় ফেরে। সব মিলিয়ে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি ২০২৩ সালের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে ৭২৯ কোটি ডলারে নেমেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করায় বাজারটি নিয়ে নতুন করে সম্ভাবনার কথা বলেন বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাড়তি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বাংলাদেশের জন্য। এমনকি বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা সরিয়ে এখন অন্য দেশে নিতে আগ্রহী হতে পারেন। বিনিয়োগের সেই সুযোগ বাংলাদেশও নিতে পারে। বর্তমানে পোশাক রপ্তানিতে যে প্রবৃদ্ধি, তা মূলত দেশটির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোয় বাড়তি ক্রয়াদেশের প্রভাব।

The Daily Star

12 MAR 2025

Bangladesh eyes Pakistan as emergin sourcing destination

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh stands to benefit from enhanced trade ties with Pakistan as local traders are optimistic about getting more competitive prices and a broader range of raw material sources.

Currently, trade dynamics favour Pakistan, with Bangladesh importing cotton, yarn, fabrics, and essential commodities from the country.

However, these imports are still considerably lower than those from China and India -- Bangladesh's top two trading partners.

Historically, the trade relationship between Bangladesh and Pakistan has been lukewarm, preventing Pakistan from becoming a major sourcing hub.

For instance, Bangladesh exported goods worth $39.77 million to Pakistan in the July–December of the current fiscal year, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

In the fiscal year 2023–24, Bangladesh's exports to Pakistan totalled $61.98 million, a 31.78 percent decline from $83.59 million in 2022–23.

This was far outweighed by Bangladesh's imports from Pakistan, which stood at $372.1 million in the July-December period of FY25, according to Bangladesh Bank data. In FY24, imports from Pakistan amounted to $627.8 million, down from $698.7 million in FY23.

Although there are no formal trade restrictions between the two South Asian neighbours, Pakistan has yet to emerge as a major sourcing destination due to weak trade relations.

In FY24, Bangladesh imported goods worth $16.63 billion from China, representing 26.4 percent of the country's total imports for that year. That same year, imports from India stood at $9 billion, accounting for 14.3 percent of Bangladesh's total imports.

By contrast, imports from Pakistan amounted to just $627.8 million, or 1 percent of the total, making Pakistan Bangladesh's 20th largest import destination.

A majority of this amount, $476.3 million, was spent on cotton imports.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development, said that Bangladesh needs a reliable, competitive and diversified supply of key commodities, including food and energy, for future economic growth.

Pakistan could be a valuable sourcing destination in this regard, increasing competition among supplying countries, he added.

The economist said that tariff and non-tariff barriers should be discussed and rationalised between the two governments.

Although Bangladesh enjoys trade privileges with Pakistan under the South Asian Free Trade Agreement as a least developed country, the benefit remains minimal due to low export volumes.

Razzaque does not see an immediate need for a Free Tr with Pakistan, saying be prioritised with partners. Moreover, a between Bangladesh could also enhance commerce in South As

Currently, intra accounts for less tha South Asia's total partly due to the limit of the South Asian Regional Cooperation was established in 19 economic collaboratio

Abul Kasem Khan, E of the Dhaka Chambe and Industry (DCCI), s would benefit from c with Pakistan, which stagnant for the past 15

"It would be a positi for business," he sai price competitiveness a

Khan said Banglade Pakistani cotton and d lower, more competitiv

Mir Nasir Hossain, a f of the Federation Chambers of Commerc (FBCCI), echoed a simil

Expanding trade would offer Bangladesh options and diversifie he said, adding that Ba also increase its exports to Pakistan.

He recalled that du as FBCCI president in trade talks between the gained momentum, bu later stalled.

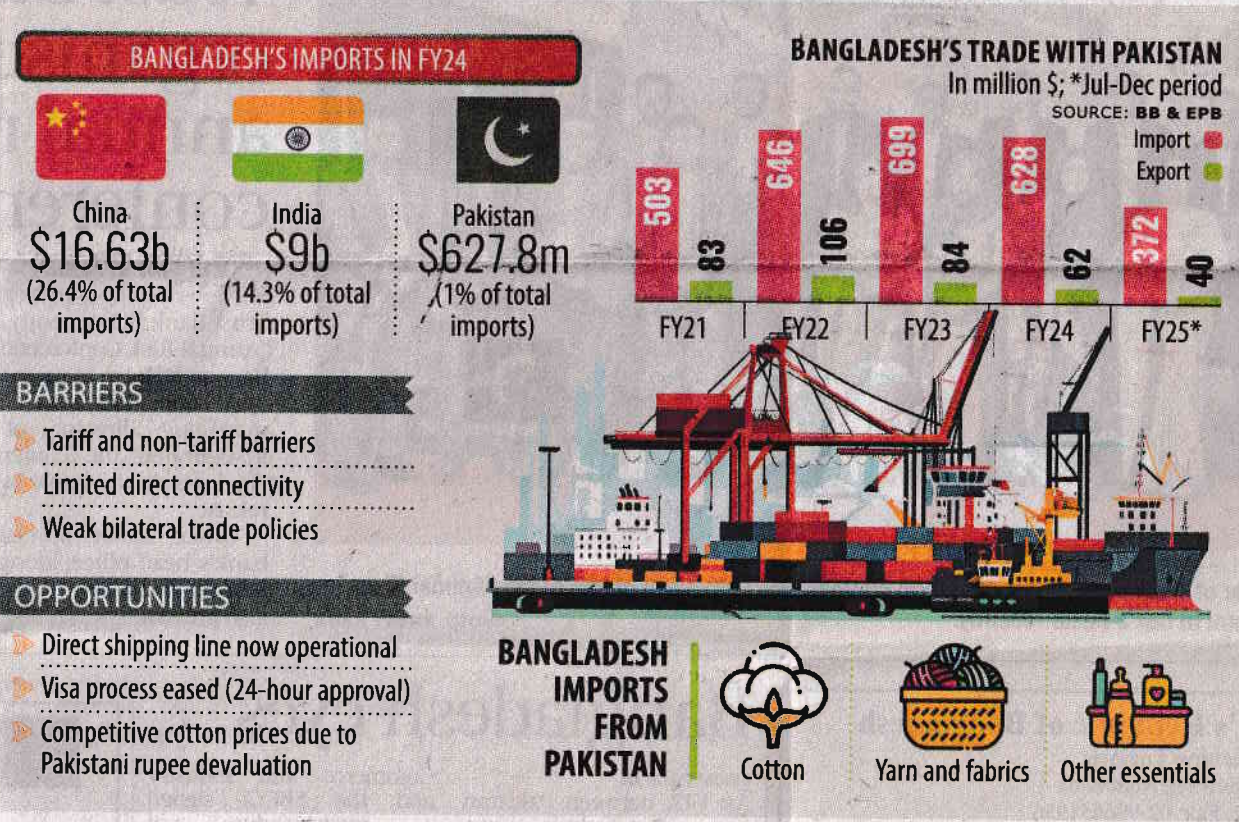

The Daily Star

12 MAR 2025

Bangladesh eyes Pakistan as emerging sourcing destination

T ULLAH MIRDHA

lesh stands to benefit from ed trade ties with Pakistan l traders are optimistic about more competitive prices and a range of raw material sources. ently, trade dynamics favour n, with Bangladesh importing yarn, fabrics, and essential dities from the country.

ever, these imports are still rably lower than those from nd India — Bangladesh's top ling partners.

orically, the trade relationship n Bangladesh and Pakistan has ukewarm, preventing Pakistan coming a major sourcing hub.

nstance, Bangladesh exported worth $39.77 million to Pakistan July–December of the current ear, according to the Export ion Bureau (EPB).

the fiscal year 2023–24, lesh's exports to Pakistan $61.98 million, a 31.78 percent from $83.59 million in 2022–23.

was far outweighed by lesh's imports from Pakistan, stood at $372.1 million in ly December period of FY25, ng to Bangladesh Bank data. 24, imports from Pakistan ted to $627.8 million, down 98.7 million in FY23.

ough there are no formal trade ions between the two South neighbours, Pakistan has yet to as a major sourcing destination weak trade relations.

FY24, Bangladesh imported worth $16.63 billion from China, representing 26.4 percent of the country's total imports for that year. That same year, imports from India stood at $9 billion, accounting for 14.3 percent of Bangladesh's total imports.

By contrast, imports from Pakistan amounted to just $627.8 million, or 1 percent of the total, making Pakistan Bangladesh's 20th largest import destination.

A majority of this amount, $476.3 million, was spent on cotton imports.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development, said that Bangladesh needs a reliable, competitive and diversified supply of key commodities, including food and energy, for future economic growth.

Pakistan could be a valuable sourcing destination in this regard, increasing competition among supplying countries, he added.

The economist said that tariff and non-tariff barriers should be discussed and rationalised between the two governments.

Although Bangladesh enjoys trade privileges with Pakistan under the South Asian Free Trade Agreement as a least developed country, the benefit remains minimal due to low export volumes.

Razzaque does not see an immediate need for a Free Trade Agreement with Pakistan, saying such deals may be prioritised with major trading partners. Moreover, a boost in trade between Bangladesh and Pakistan could also enhance intra-regional commerce in South Asia.

Currently, intra-regional trade accounts for less than 5 percent of South Asia's total overseas trade, partly due to the limited effectiveness of the South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc), which was established in 1985 to increase economic collaboration.

Abul Kasem Khan, former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), said Bangladesh would benefit from expanding trade with Pakistan, which has been largely stagnant for the past 15 years.

"It would be a positive development for business," he said, highlighting price competitiveness as a key factor.

Khan said Bangladesh could source Pakistani cotton and denim fabrics at lower, more competitive prices.

Mir Nasir Hossain, a former president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), echoed a similar view.

Expanding trade with Pakistan would offer Bangladesh more sourcing options and diversified connectivity, he said, adding that Bangladesh could also increase its exports of jute and tea to Pakistan.

He recalled that during his tenure as FBCCI president in 2005, bilateral trade talks between the two countries gained momentum, but negotiations later stalled.

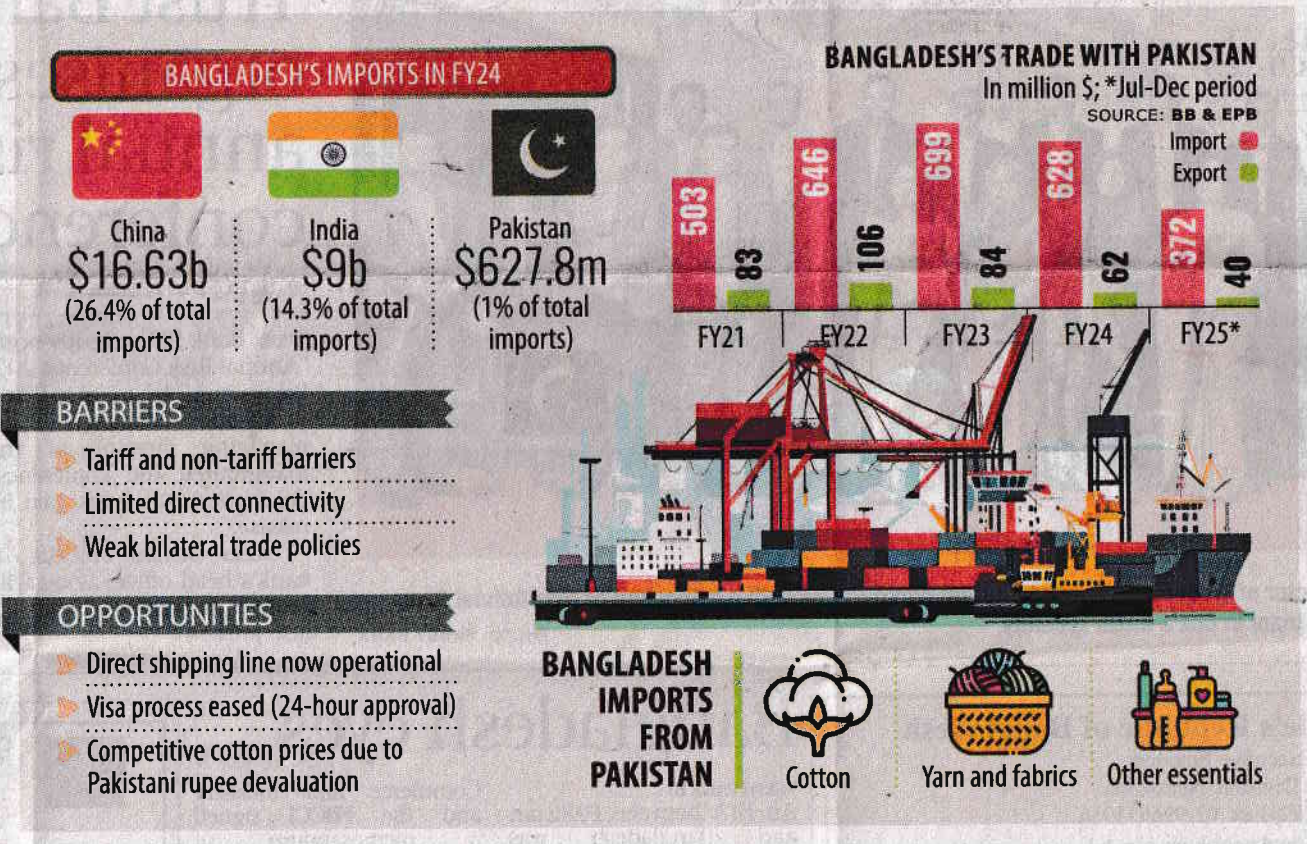

The Daily Star

12 MAR 2025

An FTA between Pakistan and Bangladesh was first proposed in 2002 and discussed again at the 2004 Saarc summit. However, it was not finalised as Pakistan did not accept Bangladesh's request for unilateral and unconditional market access, according to The Atlantic Council, an American think tank in the field of international affairs.

The Pakistan Business Council (PBC), a pan-industry advocacy forum based in Karachi, conducted a study titled "Trade and Investment Opportunities in a Pakistan–Bangladesh Free Trade Agreement (FTA)" in 2022.

The report highlights the longstanding trade imbalance in favour of Pakistan.

Pakistani exports to Bangladesh declined from $947.23 million in 2011 to $583.44 million in 2020, while imports from Bangladesh fell from $82.73 million in 2011 to $61.94 million in 2020.

In 2020, Pakistan recorded a trade surplus of $521.5 million with Bangladesh, the biggest in the past decade.

According to the PBC's analysis, Pakistan has an export potential of at least $2.95 billion in Bangladesh, mainly in textiles, agriculture, foodstuffs, chemicals, base metals, plastics and cement products.

The top 25 commodities alone had an estimated export potential of $1.24 billion in 2020, yet Pakistan's actual exports for these items amounted to just $435.78 million, according to the analysis.

To strengthen bilateral trade, the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry and the FBCCI signed a memorandum of understanding on 13 January this year to form the Pakistan–Bangladesh Joint Business Council (PBJBC).

FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman, who led the Bangladeshi delegation at the joint meeting, acknowledged the potential for increased trade.

However, he pointed out that trade volumes remained low, possibly due to political factors.

He also cited weak connectivity as a challenge, saying that the lack of a direct shipping line and visa complications had hampered trade in the past.

However, now Pakistan has eased its visa process for Bangladeshis, offering approval within 24 hours of application.

A direct shipping line is also now in place, so trade with Pakistan is expected to grow significantly, increasing connectivity and engagement between businesses in both countries, he added.

Regarding Pakistan as a sourcing destination for cotton, yarn, and fabrics, Rahman said local textile and garment manufacturers diversified their sourcing strategies a few years ago, with Pakistan becoming one of several key suppliers.

He said Bangladeshi spinners and traders now import cotton from Argentina, Australia, Brazil, the US, several African nations and Pakistan, reducing their dependency on India.

Showkat Aziz Russell, president of the Bangladesh Textile Mills Association, said Bangladeshi cotton traders and spinners were importing more cotton from Pakistan due to its competitive pricing.

The Daily Star

12 MAR 2025

Bangladesh beats competitors in RMG export growth to US

REFAYET ULLAH MIRDHA

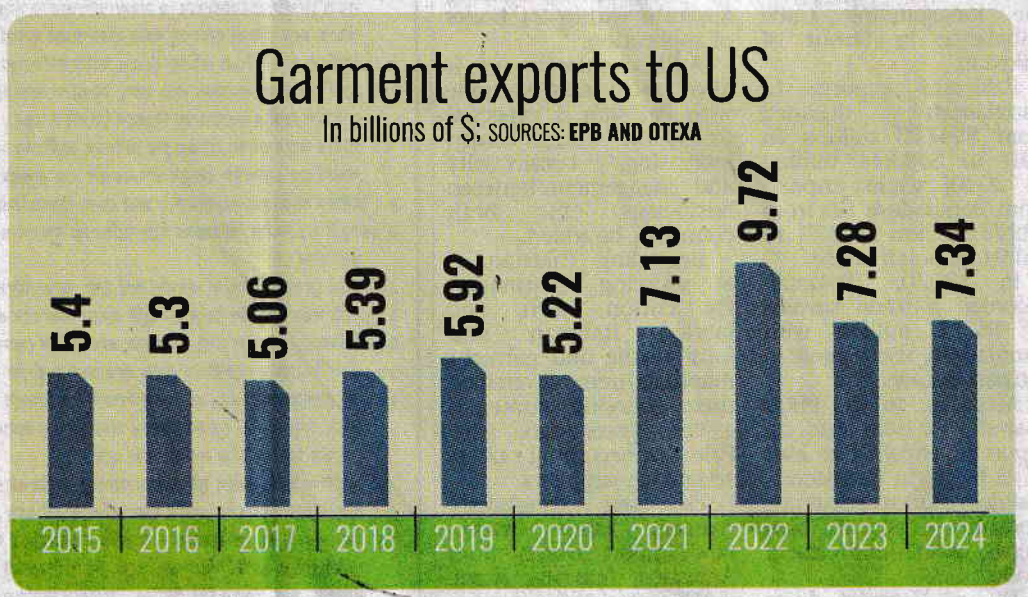

Bangladesh has outperformed competitor countries to attain the highest year-on-year growth in apparel shipments to the US market in January, as American retailers and brands are placing large volumes of work orders here to capitalise on the favourable tariff regime.

In January, garment exports to the US from Bangladesh increased by 45.93 percent year-on-year to $799.65 million, according to data from the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) of the US.

Exporters said this happened as the Trump administration raised tariffs on imports from China and Mexico, creating an advantage for Bangladesh in the US market.

In the run-up to the presidential election, Trump had declared that he would impose high tariffs on goods imported from China, Mexico, and other countries if elected.

Right after taking office, he increased the tariff on Chinese goods from 25 percent, which he had set during his last tenure as US president, to 35 percent.

On the other hand, Bangladeshi exporters have long faced a 15.62 percent duty on exports to the US. Under the current circumstances, Bangladesh has the opportunity to increase exports to the US.

In January, the US imported garment items worth $7.20 billion from all over the world, marking a year-on-year growth of 19.46 percent.

Meanwhile, China's apparel exports to the US rose by 13.72 percent to $1.60 billion.

Correspondingly, Vietnam secured 19.90 percent growth to reach $1.44 billion, India 33.64 percent to $473.27 million, Indonesia 41.70 percent to $419.95 million, Cambodia 29.95 percent to $324.99 million, and Mexico 1.20 percent to $193.70 million.

For Pakistan, it was 17.50 percent to $179.73 million, whereas for Korea, it was 5.54 percent to $16.43 million. Honduras witnessed a decline of 26.10 percent to $112.02 million, according to the OTEXA.

In the July–February period of the current fiscal year 2024–25, Bangladesh's garment exports worldwide totalled $26.80 billion.

This represents substantial growth of 10.64 percent from the $24.22 billion attained during the same period last fiscal year.

This increase signifies the resilience and dedicated efforts of the industry towards promoting sustainability and continuous economic advancement, said Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

It is significant, considering that the global market experienced a 5 percent year-over-year decline in 2024, he said.

Breaking it down further, Bangladesh's woven exports rose by 10.22 percent, increasing from $11.30 billion in FY 2023–24 to $12.46 billion in FY 2024–25.

The knitwear sector experienced even more significant growth of 11.01 percent, with exports climbing from $12.92 billion to $14.34 billion.

"While we celebrate these achievements, our month-by-month analysis indicates some challenges ahead," Hassan said over WhatsApp.

"Following a period of strong growth in the second quarter of FY 2024–25, we observed a deceleration starting in January 2025, which continued into February," he said.

In February this year, garment exports reached $3.24 billion, marking modest growth of 1.66 percent, with woven exports slightly declining by 0.44 percent while knitwear exports grew by 3.77 percent.

The Daily Star

12 MAR 2025

Govt in a dilemma over LDC graduation

Says special assistant to chief adviser

STAR BUSINESS REPORT

The government is facing a dilemma about whether to proceed with graduating from the group of least developed countries (LDCs) or not and plans to review the data further, said Anisuzzaman Chowdhury, special assistant to the chief adviser, yesterday.

Bangladesh is scheduled to graduate from LDC status to a developing nation in November 2026.

Chowdhury said a committee has been working to review the decision on LDC graduation as there are concerns that fake data may have been used to meet the eligibility criteria.

The committee will assess whether the country can withstand the economic impact of LDC graduation, as the final decision has not yet been made, he told journalists after a meeting at the finance ministry in Dhaka.

Although the final decision on graduation does not solely depend on Bangladesh, the government can file an appeal with the UN Committee for Development Policy (UN CDP).

Chowdhury said Bangladesh's exports are still largely dependent on a single sector – garments – which typically contributes nearly 85 percent to the country's annual exports.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

1 2 MAR 2025

Allow 'free of cost' raw material imports

Leather goods, footwear manufacturers urge govt

FE REPORT

The Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB) on Tuesday urged the government to allow 'free of cost' import of raw materials, similar to the facility provided to the textile sector.

Under the ready-made garment industry, factories are provided with the facility to import raw materials sent by buyers 'free of cost' for the execution of export orders. However, the factories under LFMEAB are deprived of this benefit.

The association also demanded the reinstatement of the 12 per cent cash incentive for exports, following a decline in shipments in recent years.

The demands were placed at the 'Pre-Budget Consultation to Prepare for the National Budget for the Fiscal Year 2025-2026 with a Focus on Tax Reforms, Customs Duties, and Value-Added Tax (VAT),' organised by the National Board of Revenue (NBR) at its Agargaon office in the city.

NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan presided over the session, where representatives from the Bangladesh Tanners Association, Bangladesh Freight Forwarders Association, Bangladesh Ceramics Manufacturers and Exporters Association, the Federation of Bangladesh Custom Clearing and Forwarding Agents Association, the Intending Association of Bangladesh, the Shipping Agents Association of Bangladesh, and other trade bodies presented their proposals.

LFMEAB President Mohammed Nazmul Hassan placed their demands, which included a rebate on source tax applied to the export cash subsidy, currently set at 10 per cent.

The association also called for tax rebate on import of spare parts and essential machinery, similar to the facilities available to the textile sector, to boost exports and reduce business costs.

Meanwhile, the Bangladesh Tanners Association urged the government to reinstate its 10 per cent cash subsidy.

The association's secretary, Mizanur Rahman, also requested a reduction in tax deduction at source , (TDS), currently at 3.0 per cent, by classifying the leather sector as part of the agricultural industry.

The association argued that such incentives could help increase raw leather prices during the Eid-ul-Azha.

Besides, ceramics manufacturers demanded removal of the 15 per cent supplementary duty at the production stage.

They also called for elimination of the 10 per cent supplementary duty on sanitary products.

Moynul Islam, president of the Association, proposed that taxes on imported raw materials such as China Clay and Block Clay be imposed based on the actual usable quantity, considering that 35-40 per cent of these materials are lost due to moisture and waste. Bangladesh Freight Forwarders Association President Kabir Ahmed claimed that licensing of new freight forwarding companies has almost come to a halt.

He also emphasised that foreign companies engaging in joint ventures with local firms should be required to collaborate with Bangladeshi freight forwarders instead of choosing partners at their discretion, to strengthen local trade.

tonmoy.wardad@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

12 MAR 2025

TAILWIND DRIVING APPAREL TRADE

RMG exports to US rebound, with over 45pc January growth

MONIRA MUNNI

Importers trying to clear shipments before Trump-imposed higher tariffs provide a push

Apparel export to the United States, the single-largest market for made-in-Bangladesh clothing, bounced back strongly as January saw a growth of over 45 per cent.

Bangladesh bagged US$799.65 million last January from readymade-garment exports to the US market, marking a 45.9-percent year-on-year growth, according to the data released Tuesday by OTEXA, an affiliate of the US Department of Commerce.

In January 2024, RMG exports to that market fetched US$547.95 million.

In quantity, Bangladesh shipped 261.29 million square meters of apparel to the US market in January 2025, up 49.2 per cent from 175.11 million square meters in January 2024, the OTEXA data show.

Industry experts, however, say January is an 'unusual month' as the base of comparison 2024 January was weak which recorded a 36-percent negative growth for various headwinds.

The reasons for the past setback included a sluggish economy, triggered by the twin crises of the Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine war that left retailers in the USA with excess inventory and they discouraged Western buyers from placing new orders.

They, however, attribute the January rise to the likely attempts by importers to clear shipments before the Trump administration- imposed higher tariffs.

Bangladesh's export growth in January outpaced all other major suppliers, including Indonesia that recorded a 41.70-percent growth, India 33.64 per cent, Vietnam 19.90 per cent and China 13.12 per cent respectively.

Despite global economic challenges, Bangladesh products' competitive pricing, enhanced production capabilities, and commitment to sustainable and ethical manufacturing practices have likely contributed to this robust rebound.

According to OTEXA data, Bangladesh's RMG-export earnings were US$ 7.34 billion in 2024, $7.28 billion in 2023 while in 2022, the country's ready-made garment exports to the US hit an all-time high of $9.73 billion.

Amid the slow growth rate last year, Bangladesh's apparel-export share in the US market fell to 9.26 per cent in 2024, which was 9.7 per cent in 2022.

In 2025, the rise in exports from countries like Indonesia, India, and Cambodia indicated that US buyers are diversifying their sourcing influenced by competitive costs and geopolitical considerations.

On the other hand, China's slower growth indicated shifting dynamics in global sourcing patterns while factors such as trade policies, production costs and sustainability requirements continue to shape these trends.

Asked about the growth dynamics, Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the US market is getting better after a long time of weaker position while the base of comparison was also weak as January 2024 recorded negative growth.

He, however, terms the 45-percent growth 'very good' considering the ongoing situation, mostly the internal factors that include gas crisis, banking issues and law-and-order situation, while labour unrest still persists in the industry.

"Work-order situation is good followed by a rising demand in US," he says, adding how much Bangladesh could grab the opportunity of shifting work orders from China due to a trade war between China and the US depends on internal factors.

Labour situation has improved but not fully controlled while there is still a feeling of 'insecurity' among people despite an improved law-and-order situation which, according to him, is not up to the required level. The industry is suffering due to poor gas supply and banking issues, too, he explains.

Talking to the FE writer, Abdullah Hil Rakib, former vice-president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), says there are huge opportunities for Bangladesh to achieve the RMG-export target of US$100 billion. It is a matter of time.

"What we need is long-term policy supports," he says on an upbeat note about the prospect.

Exporters say Bangladesh could perform better provided with uninterrupted gas supply and no production loss due to labour unrest last year as there were work orders while industry has invested in environment-friendly processes, product diversification and value-added items.

According to some exporters, while Vietnam is doing ever so well in the USA, India will be a new concern and challenge for Bangladesh as the next-door neighbour is shipping higher volume of apparel there offering lower price by banking on its own raw materials.

According to OTEXA, India received $473.27 million making shipment of 129.58 million square metres of apparel in January 2025. In quantity, India's shipments were 36.77-percent higher compared to that of January 2024.

Vietnam apparel exports fetched $1.44 billion, recording a 19.90- percent growth last month.

Vietnam recorded 17.05-percent growth in terms of quantity as the US imported 400.84 million square metres of garment from Vietnam in January 2025.

Meantime, China recorded 13.7-percent growth to $1.60 billion in the month.

China shipped 861.74 million square metres of apparel to the US, marking 9.36-percent growth, in January 2025.

The overall US apparel imports during the first month of the 2025 calendar year marked 19.46-percent year-on-year growth to US$7.20 billion.

munni_fe@yahoo.com

The Business Standard

12 MAR 2025

Apparel export to US sees 46% growth in January

RMG - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh has emerged as the fastest-growing apparel exporter to the United States in January 2025, achieving a remarkable 45.93% year-on-year growth, according to the latest data published by the Office of Textiles and Apparel (Otexa) and compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

As per the data, US imports of Bangladeshi apparel reached $799.65 million in January 2025, a significant jump from $547.95 million in the same month of 2024. This growth rate outpaced all other major suppliers, including Indonesia (41.70%), India (33.64%), and Vietnam (19.90%).

The overall US apparel import market grew by 19.46% year-on-year to $7.2 billion during the same period.

The rise in exports from countries like Indonesia, India, and Cambodia suggests a diversification of sourcing by US buyers, possibly influenced by competitive costs and geopolitical considerations.

Meanwhile, China's slower growth and Honduras's sharp decline indicate shifting dynamics in global sourcing patterns. Factors such as trade policies, production costs, and sustainability requirements continue to shape these trends.

Despite global economic challenges, Bangladesh's competitive pricing,

I SEE PAGE 6 COL 2

enhanced production capabilities, and commitment to sustainable and ethical manufacturing practices have likely contributed to this robust growth in January.

Industry insiders opined that the diversification of sourcing by US retailers, coupled with Bangladesh's ongoing efforts to enhance factory compliance and sustainability, has strengthened its position in the global apparel supply chain.

Talking to The Business Standard, Mohiuddin Rubel, a former director of BGMEA, said, "As Bangladesh continues to invest in sustainability and innovation, the country's apparel sector is poised for continued growth."

He also emphasised the need to diversify product offerings to sustain this momentum.

Among the other major exporting countries, China has maintained its position relative to the US, with apparel exports rising by 13.72% to $1.6 billion from $1.41 billion in January 2024. While the growth is steady, it's relatively lower compared to some emerging competitors. Vietnam also recorded a 19.90% increase in exports, reaching $1.44 billion, showcasing its sustained competitiveness in the US market.

Indonesia has achieved an impressive growth of 41.70%, with exports rising from $296.36 million to $419.95 million, positioning it among the fastest-growing exporters.

million, highlighting competitive pressures or supply challenges.

Faruque Hassan, a former BGMEA president, said American buyers are placing more orders in Bangladesh, as reflected in recent import data.

He explained that US imports recorded in January indicate that goods were shipped prior to that month, likely in late November or December last year.

He also expressed optimism that the US market will improve in the coming months, with an increase in global sourcing.

He also pointed out that some orders are shifting from China to Bangladesh due to an additional 10% duty imposed by the Trump administration on Chinese exports to the US from last month.

Furthermore, additional tariff measures were to be imposed on US imports from China and Mexico starting from 4 March.

Under the new regulations, Chinese exports to the US will face an additional 10% duty, while Mexican exports will be subjected to a 25% duty.

Previously, Mexican exports benefited from zero duty under the North American Free Trade Agreement (NAFTA). China has also imposed a 15% duty on US cotton imports.

Faruque highlighted that this measure will benefit Bangladeshi spinning and textile millers by enabling them to purchase cotton at more competitive prices. To capitalise on these opportunities, he said

TBS REPORT

Bangladesh has emerged as the fastest-growing apparel exporter to the United States in January 2025, achieving a remarkable 45.93% year-on-year growth, according to the latest data published by the Office of Textiles and Apparel (Otexa) and compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

As per the data, US imports of Bangladeshi apparel reached $799.65 million in January 2025, a significant jump from $547.95 million in the same month of 2024. This growth rate outpaced all other major suppliers, including Indonesia (41.70%), India (33.64%), and Vietnam (19.90%).

The overall US apparel import market grew by 19.46% year-on-year to $7.2 billion during the same period.

The rise in exports from countries like Indonesia, India, and Cambodia suggests a diversification of sourcing by US buyers, possibly influenced by competitive costs and geopolitical considerations.

Meanwhile, China's slower growth and Honduras's sharp decline indicate shifting dynamics in global sourcing patterns. Factors such as trade policies, production costs, and sustainability requirements continue to shape these trends.

Despite global economic challenges, Bangladesh's competitive pricing, I SEE PAGE 6 COL 2

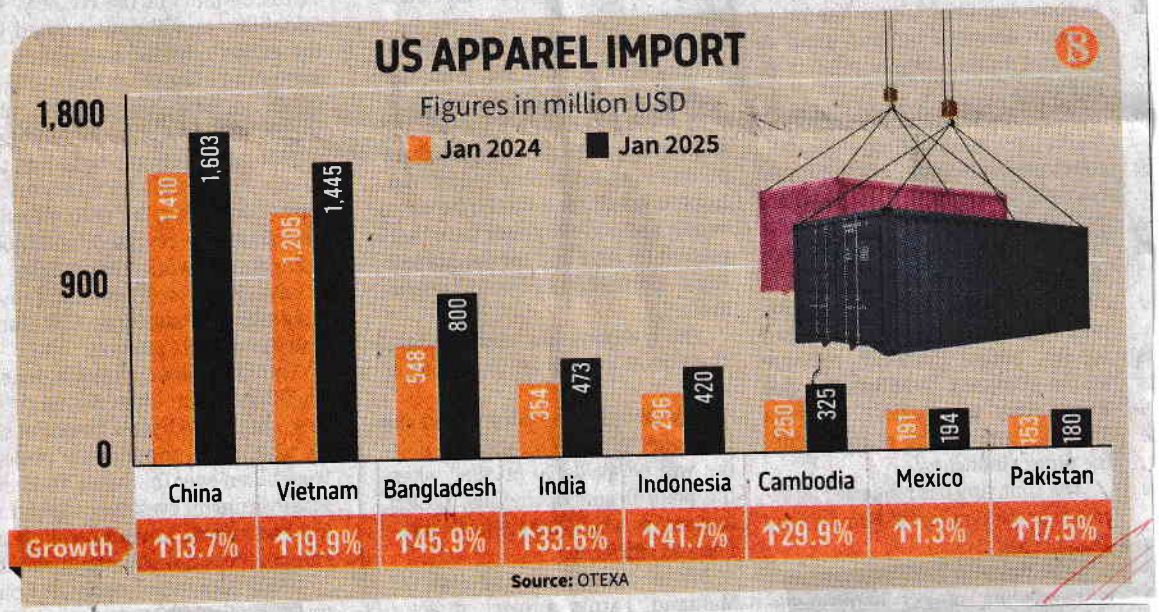

enhanced production capabilities, and commitment to sustainable and ethical manufacturing practices have likely contributed to this robust growth in January.

Industry insiders opined that the diversification of sourcing by US retailers, coupled with Bangladesh's ongoing efforts to enhance factory compliance and sustainability, has strengthened its position in the global apparel supply chain.

Talking to The Business Standard, Mohiuddin Rubel, a former director of BGMEA, said, "As Bangladesh continues to invest in sustainability and innovation, the country's apparel sector is poised for continued growth."

He also emphasised the need to diversify product offerings to sustain this momentum.

Among the other major exporting countries, China has maintained its position relative to the US, with apparel exports rising by 13.72% to $1.6 billion from $1.41 billion in January 2024. While the growth is steady, it's relatively lower compared to some emerging competitors. Vietnam also recorded a 19.90% increase in exports, reaching $1.44 billion, showcasing its sustained competitiveness in the US market.

Indonesia has achieved an impressive growth of 41.70%, with exports rising from $296.36 million to $419.95 million, positioning it among the fastest-growing exporters.

India exported $473.27 million worth of apparel, marking a 33.64% year-on-year growth, while Cambodia posted a strong growth of 29.95%, with exports rising to $324.99 million.

Mexico saw marginal growth of 1.26%, indicating relatively stagnant performance compared to others.

However, Honduras has faced a sharp decline, with exports falling by 26.10% to $112.02 million, highlighting competitive pressures or supply challenges.

Faruque Hassan, a former BGMEA president, said American buyers are placing more orders in Bangladesh, as reflected in recent import data.

He explained that US imports recorded in January indicate that goods were shipped prior to that month, likely in late November or December last year.

He also expressed optimism that the US market will improve in the coming months, with an increase in global sourcing.

He also pointed out that some orders are shifting from China to Bangladesh due to an additional 10% duty imposed by the Trump administration on Chinese exports to the US from last month.

Furthermore, additional tariff measures were to be imposed on US imports from China and Mexico starting from 4 March.

Under the new regulations, Chinese exports to the US will face an additional 10% duty, while Mexican exports will be subjected to a 25% duty.

Previously, Mexican exports benefited from zero duty under the North American Free Trade Agreement (NAFTA). China has also imposed a 15% duty on US cotton imports.

Faruque highlighted that this measure will benefit Bangladeshi spinning and textile millers by enabling them to purchase cotton at more competitive prices. To capitalise on these opportunities, he said the government must address four major issues: ensuring an uninterrupted supply of gas and electricity, reducing prices, improving customs services, and strengthening law and order management.

The former BGMEA president added that attracting new investment and securing orders for Bangladesh depends on maintaining law and order, which remains a top priority. "The government should take immediate steps to stabilise the situation."

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো